ড. খালিদ আবূ শাদী-র 'ওয়া নাতাকাল হিজাব'
(وَنَطَقَ الْحِجَابُ) বই অবলম্বনে

হিজাব আমার পরিচয়

জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

০ ভূমিকা | ০৭

১ আত্মকথন | ০৮

২ কল্যাণকামী চিরসাথী | ১২

৩ হিজাব ≠ স্কার্ফ | ১৫

৪ পোশাক আমার, সিদ্ধান্তও আমার! | ২০

৫ ঈমানের অংশ, কোরো নাকো ধ্বংস | ২৪

৬ বেপর্দার কাঁটা জলদি হটা | ২৮

৭ কারণ যেথা যাব সেথা | ৪৮

৮ পথিক, পথ তো এইদিক | ৬০

৯ নূতন ভূষণে সাজো গো যতনে | ৬৯

১০ হিজাবের পাশে জান্নাত হাসে | ৭৪

১১ বিদায়কথন | ৮৫

১২ হিজাবের হিসাব | ৮৭

ভূমিকা

আমি ছাপোষা মানুষ। ইয়া লম্বা ভূমিকা লিখে পাঠককে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। ভূমিকা যত ছোটো হয়, ততই ভালো। মূল আলোচনায় দ্রুত চলে যাওয়া যায়।

এই বইতে আমি তেমন কিছুই বলিনি। হিজাব নিজেই বলে গেছে তার অব্যক্ত কিছু কথা। রেখে গেছে কিছু প্রশ্ন, দিয়েছে কিছু উপদেশ। আমি কেবল সেই কথাগুলোকে লেখায় রূপ দিয়েছি, এই যা।

বইটা পড়ে যদি ভালো লাগে, তবে অবশ্যই লেখকের জন্যে দুআ করবেন। আর যদি ভালো না লাগে, তবুও দুআ করবেন। কারণ, দুআ করতে কোনো অপরাধ নেই।

আপনাদের ভাই,

জাকারিয়া মাসুদ

jakariamasud2016@gmail.com

আমি হিজাব। আসমানের ওপর থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তোমার পরিচয়পত্র। না, কোনো জাতীয়তাবাদী আইডি কার্ড না। তোমার জীবন-দর্শনের পরিচয়পত্র। আমি তোমার পরিচ্ছন্ন সত্তার পরিচয় বহনকারী। মানুষকে তোমার মতাদর্শ ও তোমার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অবহিত করি আমি। যে ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলতে চায়, তাকে শুধু তোমার চিন্তার দিকে তাকানোর নির্দেশ দিই। সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা থেকে আড়াল করে রাখি তোমায়। তোমার দেহসুষমা জানতে দিই না কাউকেই।

আমি হিজাব। বিস্তৃত দিগন্তে সগৌরবে উড়তে থাকা বিজয়-নিশান। আমি এক সুস্পষ্ট বার্তা। আমি বার্তা দিয়ে যাই ক্ষণে ক্ষণে। পলে পলে জানিয়ে যাই আল্লাহ-ভীতির কথা। তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে তাকওয়া, সদা জাগ্রত আছে আল্লাহর ভয়, আর তারই প্রকাশ ঘটবে আমাকে জড়ানোর মধ্য দিয়ে। আমাকে আপন করে নিলে তুমি নিজের ঈমানি পরিচয়কেই ধারণ করবে। ভেতরে ও বাইরে—সবদিক দিয়েই নিজের আদর্শ আঁকড়ে ধরার সুযোগ পাবে।

আমি একটি শ্যামল কানন। সুন্দর ফুল ও সুমিষ্ট সুবাসে মুখরিত বাগিচা। সুনিবিড় ছায়ায় ঢাকা আমার প্রাঙ্গণ। বিহঙ্গের কলকাকলিতে মুখরিত আমার আঙিনা। কিশলয়ে ছেয়ে আছে এই কুঞ্জের প্রতিটি গাছ। আমার প্রাঙ্গণে যে-ই প্রবেশ করে, তাকেই আমি ছায়াবীথিতলে স্থান দিই। আমার আঙিনায়

বিচরণের উপকারিতা যে অনুধাবন করতে পারে, তাকে আমি আমার মাঝে প্রবেশ করতে উদবুদ্ধ করি। তোমাকেও আহ্বান জানাচ্ছি। এসো, আমার সুবিশাল অঙ্গনে এসো। প্রজাপতির মতন একবার ঘুরে যাও আমার আঙিনা থেকে। নির্মল ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে যাও একটিবার। তোমার তৃষিত আকুল আঁখিকে একটু প্রশান্ত করে নাও।

আমি তোমার রক্ষাকবচ। তোমার সুরক্ষাদ্বার। কিন্তু অন্যদের কাছে যদি আমার উপকারিতাগুলো না বলো, তা হলে আমি পরিণত হব নিতান্ত এক দায়সারা অভ্যাসে। আমি হয়ে যাব ভারী বোঝার মতো কিছু একটা। যা থেকে তুমি সারাক্ষণ পালাতে চাইবে। যার হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাঁসফাঁস করবে। যাকে অবহেলা করতেও তুমি পিছপা হবে না। আমার শিষ্টাচার মানার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়বে তুমি। তখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ব তোমার জীবনে। আল্লাহ আমাকে যে জন্যে আবশ্যক করেছেন, সে প্রভাবটা আর খাটাতে পারব না। বাড়িয়ে দিতে পারব না তোমার তাকওয়ার স্তর। পরিবর্তন আসবে না তোমার চালচলনে। আমি হয়ে যাব আত্মাবিহীন এক দেহ। অন্তঃসারশূন্য এক আকৃতি। মাথায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় ছাড়া আমাকে আর কিছুই মনে হবে না। দোহাই লাগে, আমাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করো।

আমি হিজাব। নারীজাতির জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা অমূল্য নিয়ামাতের একটি। অথচ তুমি কি আমায় বোঝা মনে করো? চেহারায় চাপিয়ে দেওয়া একটুকরো কাপড় মনে করো? হায়, কবে তোমার হুঁশ হবে! কবে তুমি আমার জন্যে শুকরিয়া আদায় করবে আল্লাহর কাছে? তুমি কি শোনোনি রবের বাণী?

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

> "তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেব।"[১]

তবে কেন পর ভেবে বারবার দূরে ঠেলে দিচ্ছ আমায়? তোমার বেপর্দা চলাফেরা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। বেপর্দা চলাফেরার মানে হলো নিজেকে

[১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৭।

উন্মুক্ত রাখা, অন্যের চোখের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা, নিজের দেহকে পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া।

নারীদের সৌন্দর্য শুধু দেহেই না। এ সৌন্দর্যের আছে বাহারি রঙ, রকমারি ধারা। বাহারি পোশাক, আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি, মায়াময়ী হাসি, ডাগর চোখ—এ সবই পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। নারীর সাথে কথা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা, তাকানো, নারীকণ্ঠ শোনা—এ সবই প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। আর এগুলোর প্রতিবন্ধক হলাম আমি। তাই তো আল্লাহ আমাকে তোমার পোশাক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আমাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন তোমার জন্যে।

আমি হিজাব। মাথায় ঝুলতে থাকা কোনো ত্যানা নই। আমি সেই রাজমুকুট, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। যেন গর্বের সাথে নিজের আদর্শিক পরিচয় নিয়ে চলতে পারো। যেন লজ্জাশীলতা দিয়ে পথ দেখাতে পারো বিশ্ববাসীকে। আমি নারীজাতির জন্যে মর্যাদার উপকরণ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু তোমরা আমায় বাজারের পণ্য বানিয়েছ। আমাকে ব্যবহার করছ অপকর্ম আড়াল করার ঢাল হিসেবে। আমাকে যথাযথ সম্মান দাওনি। তাই তো লোকে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ছেলে-ছোকরারা।

ইদানীং তোমরা বেপর্দা হওয়াকেই আধুনিকতা বানিয়েছ। তবে বেপর্দার বিষয়টা এখন আর হিজাবহীনা মেয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। বোরখা পরেও যদি কোনো মেয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, সেটাও পর্দার খেলাফ। নরম সুরে কথা বলা, পারফিউম মেখে বাইরে যাওয়া, শরীরের আকৃতি স্পষ্ট করে এমন বোরখা পরা, পুরুষদের সাথে হাসি-ঠাট্টায় জড়ানো—এগুলো সবই পর্দার খেলাফ। এগুলো পর্দাবিরোধী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা হিজাবের নাম দিয়ে চলছে। এ ধরনের অপকর্ম থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

প্রিয় সহযাত্রী, হঠকারিতা কোরো না আমার সাথে। বাজারের পণ্য বানিয়ো না আমাকে। আমি তোমার আবরণ। তোমার ইজ্জত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমার সাথে। আমি ছাড়া তুমি বেআবরু, একা। আমি তোমার বন্ধু, পরম কল্যাণকামী। আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত কোরো না। আমি মহান আল্লাহর অকাট্য বিধান। সালাত সাওমের মতো অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। আমাকে

অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। দোহাই লাগে। সতর্ক হও। নয়তো কিয়ামাতের মাঠে তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব আল্লাহর আদালতে। আমি বলব, "ওগো ন্যায়বান আল্লাহ, এই মেয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতাকে খুশি করতে গিয়ে নানা কৌশলে আমাকে বিকৃত করেছে। মাথার ওপর চাপিয়ে রাখা কাপড়ের টুকরোকে হিজাব বলে আখ্যা দিয়েছে। ওগো আল্লাহ, তোমার বিধান বিকৃতকারীর বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করলাম। তুমিই এর বিচার করো।"

আমি হিজাব। আমি তোমার বড়ো বোনের মতো। তুমি আমাকে মনে করতে পারো সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। এমন বান্ধবী, যে কিনা তোমার কল্যাণ কামনা করে। তোমাকে নিয়ে ভাবে। তুমি যেন দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকতে পারো, সেটা নিয়ে চিন্তাফিকির করে।

অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছি। তুমি যেখানেই যাচ্ছ, আমি পিছুপিছু ছুটছি। তোমার বেপর্দা চলাফেরা দেখে অন্তরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। নিভৃতে চোখের জল ফেলছি তোমার জন্যে। বিশ্বাস করো, আমার চোখের সামনে তুমি যখন পরপুরুষের সাথে মোলাকাত করো, তখন বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে শাসন করতে। কিন্তু এক-পা এগোলে দু-পা পিছিয়ে যাই।

বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম তোমাকে কিছু বলব। কিন্তু ফুরসত পাচ্ছিলাম না। আজ সে সুযোগ এসেছে। প্রাণখুলে আজকে কিছু কথা শেয়ার করব তোমার সাথে। জানাব অভিমানী হৃদয়ের অব্যক্ত কিছু আকুতি।

তুমি আমার কথাগুলো হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা কোরো, কেমন?

বোন আমার, তোমার সাথে আমার দেখা হয়নি কখনও। কথাও হয়নি কোনোদিন। তবু কেন তোমাকে নিয়ে চিন্তিত, জানতে চাও?

আমি হিজাব। আমি মুসলিম। আর মুসলিম হিসেবে আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। আমার রবের একটা আয়াতের কারণে আমি তোমার কাছে দায়বদ্ধ। আমার রব বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—এরা সবাই পরস্পরের সহযোগী।"[২]

এ আয়াতের কারণে তোমার কল্যাণকামনা আমার জন্যে আবশ্যক হয়ে গেছে। আমি নিজের জন্যে যা ভালো মনে করি, তা তোমার জন্যেও করি। আমি যেমন রবের করুণা পাওয়ার আশা রাখি, তেমনি তোমার জন্যেও তা কামনা করি। আমি চাই না, বৈশ্বিক বেণিয়াদের খপ্পরে পড়ে তুমি ভোগ্যপণ্য হয়ে যাও। তোমাকে বাজারি বস্তু হিসেবে দেখতে আমি মোটেও প্রস্তুত নই। আমি তোমার কল্যাণ চাই। কেবল দুনিয়াবি কল্যাণ নয়, পরকালীন কল্যাণও। দু-জাহানেই তুমি সফল হও, সেটাই আমার চাওয়া। সে চাওয়া থেকেই অন্তরে জন্মেছে দায়বদ্ধতা। আর সে দায়বদ্ধতা থেকেই দু-চার কথা বলছি তোমার জন্যে। হয়তো কথাগুলো অখাদ্য মনে হতে পারে, তবুও একটু শোনো কষ্ট করে। ঠকবে না আশা করি।

[২] সূরা তাওবা, ০৯ : ৭১।

প্রথমেই তোমাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। না, তোমার সালাত সাওমের জন্যে না। তুমি যে ভালো ভালো রান্না করতে পারো, সে জন্যেও না। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমার আগ্রহের জন্যে। চরম জাহিলিয়াতের মধ্যে থেকেও তুমি যে হিজাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছ, সে জন্যে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য তুমি। এটা হিদায়াতের পথে বড়োসড়ো একটা পদক্ষেপ।

তুমি যে পথে যাত্রা শুরু করেছ, সে পথে আরও অগ্রসর হও। হিজাবের উদ্দেশ্য বুঝে বুঝে, এর উপকারিতাগুলো জেনে জেনে সামনের দিকে এগোবে, এটাই কাম্য। এতে করে তোমার যাত্রাটা আরও সচল হবে। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগোতে পারবে সম্মুখ-পানে। বেলাশেষে পৌঁছে যাবে জান্নাতের অনাবিল ভুবনে।

আজকালকার অধিকাংশ নারীই হিজাবকে পোশাকের অংশ ভাবে না। একে চতুর্থ বিষয়ের মতো মনে করে। ওরা ভাবে, হিজাব পরা ভালো। তবে না পরলেও অসুবিধে নেই। একদল তো আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বলে : 'মন যদি ফ্রেশ থাকে, তবে পোশাকে কী আসে যায়!' বেপর্দা মেয়েকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কবে থেকে হিজাব পরা শুরু করবে?' উত্তর দেয়, 'যখন হিজাব পরার মতো উপযুক্ত ঈমান হবে।'

আসলে তারা হিজাবকে অনাবশ্যকীয় পোশাক মনে করে। তারা ভাবে, এটা না পরেও ভালো থাকা যায়। এটা না পরেও বাইরে বেরোনো যায়। বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক। এটা আসলে অজ্ঞতার নিদর্শন। হিজাবের প্রকৃত হাকীকত না জানার কারণেই ওরা এমনটা বলে থাকে। ওদের কথা না হয় আপাতত বাদ দিলাম। কিন্তু স্টাইলিস্ট হিজাবিদের কথা বাদ দিই কীভাবে! মুসলিম-সমাজে ছড়িয়ে-পড়া ভয়ঙ্কর ফিতনা এইটি। কত নারী যে এই ফিতনার জালে আটকে গেছে, তার হিসেব কেবল আল্লাহই জানেন। ফ্যাশন হিজাবধারীরা দেধারছে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জির সাথে মাথায় ত্যানার মতো কিছু একটা জড়িয়ে কেতাদুরস্ত ভাবছে নিজেকে। এমনকি মাথায় ওড়না জড়িয়ে ছেলেবন্ধুর সাথে আনন্দভ্রমণে যাওয়া মেয়ের সংখ্যা নেহাত কম না। অনেকেই তো আবার জনসমক্ষে যুবকদের সাথে কোলাকুলি, ঘেঁষাঘেঁষি বা লজ্জাজনক অবস্থায় বসে থাকে বোরখা পরেই। এর চেয়ে জঘন্য কাজও অনেক নারী করে। জানো, সেইটা কী?

বোরখা পরেই হোলির দিনে রঙ ছিটানোর উৎসব পালন করে। পুজোর দিনে ঢোলের তালে তালে নৃত্য করে মুশরিকদের সাথে। বিজয় দশমীর নৌকোয় চড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেয়। কাফিরদের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় সেলফি উঠায়! এর চেয়ে লজ্জাজনক কাজ আর কী হতে পারে!

আচ্ছা, হিজাব কি নিতান্তই ফ্যাশন?

ঈমান-আকীদার সাথে হিজাবের কি কোনোই সম্পর্ক নেই?

হিজাব কি মুসলিম উম্মাহর জন্যে অবশ্যপালনীয় বিধান না?

আস্তে আস্তে এগুলোর উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করব। তবে এর আগে জানব, 'হিজাব' বলতে মূলত কী বোঝায়। মাথা ঢাকার উপকরণের নামই কি হিজাব? নাকি হিজাবের বিধান অন্য কোনো কিছুকে নির্দেশ করে?

নারীবাদীদের ধারণা হলো, হিজাব মানে মাথা ঢাকার একটুকরো কাপড়। সেটা আকর্ষণীয়, চোখ-ধাঁধানো কিংবা অমুসলিমদের অনুকরণে করা হলো কি না, এই ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই কোনো। যাচ্ছেতাই হলেই হলো। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমি জানি, তোমার মধ্যেও এই ধারণা কাজ করে। ইয়া লম্বা ত্যানা মাথায় পেঁচিয়ে উটের কুঁজের মতো বানাতে পারলেই হিজাবের বিধান আদায় হয়ে গেছে বলে মনে করো। অথচ এর দ্বারা তোমার দুইটা গুনাহ হয়েছে। প্রথমত, তুমি হিজাবের বিধানকে বিকৃত করেছ। দ্বিতীয়ত, তুমি জাহান্নামীদের মতো সেজেছ। যারা নিজেদের মাথাকে উটের কুঁজের মতো করে সাজায়, তারা জাহান্নামী। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

> "... যাদের মাথার খোপা হবে বুখতি উটের পিঠে দুলতে থাকা উঁচু কুঁজের মতন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[৩]

চিন্তা করেছ, এই ধরনের সাজসজ্জা গ্রহণের পরিণাম কত ভয়াবহ! অথচ

[৩] মুসলিম, ২১২৮।

এটাই তোমার নিত্যদিনের পোশাক। এটাকেই হিজাব বলে চালানোর চেষ্টা করো। এটাকে বড়োজোর স্কার্ফ বলা যেতে পারে। কিন্তু হিজাব নয়। হাত আমাদের দেহের একটা অংশ। কোনোভাবেই হাত মানে পুরো দেহ নয়। তেমনি স্কার্ফ হিজাবের একটি অংশ। এটা পরা মানেই হিজাবি হয়ে যাওয়া নয়।

একখণ্ড কাপড় মাথায় জড়ালেই হিজাবের নির্দেশ পালন হয়ে যায় না। হিজাব একটুকরো বস্ত্রের নাম নয়। বরং তা হলো নারী-পুরুষের মধ্যিকার এক **বিশেষ অবস্থার** নাম। যার দ্বারা একটি অন্তরাল তৈরি হয় দুজনার মধ্যে। মিটে যায় অবাধ মেলামেশা ও পাপাচারের রাস্তা। নারী-পুরুষের মধ্যে এ **হিজাব/আড়াল/অন্তরাল/পর্দা** কার্যকর করার জন্য বেশকিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন মাজীদে। এসব নির্দেশ মেনে চলার নামই হিজাব বা পর্দার বিধান পালন।

- নারীরা সাধারণত ঘরে থাকবে। বিনা প্রয়োজনে বাইরে বেরোবে না। কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলে, নিজেদেরকে **প্রদর্শন** করবে না জাহিলি যুগের মতো।[৪]
- গায়রে মাহরাম[৫] পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় **কোমল স্বরে** কথা বলবে না। কারণ এভাবে কথা বললে পরপুরুষের মন আকৃষ্ট হতে পারে। এ দিকটা খেয়াল রেখে ন্যায়সঙ্গত কথাবার্তা বলা যাবে।[৬]
- পুরুষরা নারীদের কাছে কিছু চাইলে সরাসরি চাইবে না। বরং উভয়ের মাঝখানে একটি **হিজাব বা অন্তরাল** থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়কে অশ্লীল চিন্তা থেকে পবিত্র রাখা।[৭]
- ঘরের বাইরে চলাফেরার সময় নারীরা একটি **জিলবাব বা বড়ো চাদর** দিয়ে নিজেদের পুরো দেহ ঢেকে রাখবে। যাতে বোঝা যায়—অশালীন জীবন-যাপনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে খারাপ চিন্তা

---

[৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৩।

[৫] **নারীদের** জন্যে **মাহরাম** হলো : বাবা, ছেলে, ভাই, নানা, দাদা, দুধ ভাই, দুধ ছেলে, মামা, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা, সৎ ছেলে, শ্বশুর, মেয়ের জামাতা। এর বাইরে যারা আছে, সবাই **গায়রে মাহরাম।**

পুরুষের জন্যে **মাহরাম** হলো : মা, মেয়ে, বোন, নানি, দাদি, দুধ মা, দুধ মেয়ে, খালা, ফুফু, ভাতিজি, ভাগ্নি, সৎ মা, শাশুড়ি, পুত্রবধূ এর বাইরে যারা আছে, সবাই **গায়রে মাহরাম।**

[৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২।

[৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩।

লালনকারীরা তাদের বিরক্ত করার সুযোগ পাবে না।[৮]

- **খিমার বা ওড়না** দিয়ে বুক ঢেকে রাখবে।[৯]
- নারী ও পুরুষ উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। কেননা, অন্তরকে পবিত্র রাখার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম এইটি।[১০]
- গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে নিজে থেকে প্রকাশ না করলেও যে সৌন্দর্য এমনিতেই প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন : দৈহিক উচ্চতা, বোরখার স্বাভাবিক রঙ ইত্যাদি) সেটির জন্য পাকড়াও করা হবে না।[১১]
- অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটবে না।[১২]
- নারী-পুরুষ সবাই নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করবে।[১৩]

কুরআন মাজীদে হিজাব বা পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ হিজাব মানে মাথায় একটুকরো কাপড় জড়ানো নয়। বরং পরিপূর্ণ পর্দা নিশ্চিত করা। নারী-পুরুষের মাঝখানে একটি অন্তরাল তৈরি করা। যাতে করে উভয়ের মন পরিচ্ছন্ন থাকে। একে অপরের দিকে আকৃষ্ট না হয়। ঘরের বাইরে পর্দার বৃহত্তর বিধান পালনের দুটি পোশাকি মাধ্যম হলো খিমার ও জিলবাব।

হিজাব বলতে কী বোঝায়, তা এখনও পরিষ্কার নয় তোমার কাছে। পর্দা বা হিজাব বলতে অবরোধপ্রথা বোঝো তুমি। তুমি মনে করো, অন্ধকুঠুরিতে নারীকে আবদ্ধ করে রাখার পুরুষালি কৌশল হলো পর্দা। নয়তো ভাবো, পর্দা করার জন্য বিশেষ কোনো পোশাকের প্রয়োজন নেই। মন ভালো তো সব ভালো।

বোন আমার, তোমার ধারণাগুলো ভুল। হিজাব শুধু পোশাকের কোনো আবরণ নয়। বরং সামগ্রিক একটি জীবনব্যবস্থা। একটি আদর্শের প্রতিফলন।

---

[৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।
[৯] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১০] সূরা নূর, ২৪ : ৩০, ৩১।
[১১] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১২] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।
[১৩] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।